কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ক্রীড়ানুষ্ঠানের স্মৃতি

কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ক্রীড়ানুষ্ঠানের গণ-আনন্দের এই মহাযজ্ঞে
এসেছিল ক্রীড়া পারদর্শী শত শত মানুষ দর্শক ও প্রতিদ্বন্দী হয়ে
দু'হাজার দশের অক্টোবরে, উনিশতম উৎসবে, মহাকোলাহলে
দিল্লীর সুসজ্জিত মহানগরে, ক্রীড়ামঞ্চে আকাংক্ষায় ও কৌতূহলে!

অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা ও আফ্রিকার বহু আপন আপন দেশ
ইংল্যান্ড, ওসিয়ানা ও পার্শ্বস্থ দেশের মনুষ্য বিশেষ
এসেছিল সরবে, সহর্ষে উল্লাসে, বহুজন পারদর্শিতার বহু দক্ষতা নিয়ে
ভারতের দিক্‌ দিগন্ত থেকেও এসেছিল বহু নরনারী দর্শক বা প্রতিদ্বন্দী হয়ে।

দশদিনের ওই প্রতিযোগিতায় ব্যাপক কৌশল ও যোগ্যতার পরাকাষ্টায়
দর্শক রুদ্ধশ্বাস-সর্বক্ষণ শিহরণ, কারা কি কৌশলে বিজয়ী হ'ন-কি হয় কি হয়!
পারদর্শিতার প্রতিটি সমাপ্তির অধ্যায়ে বিজয়ের গৌরব মুহূর্তে উল্লাসে ব্যক্ত হয়।
একক প্রতিযোগীর বিষম বিজয়ে দিকে দিকে দেশে দেশে মানুষেরা গর্বিত হয়।

কলরবে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায়, উদ্দীপনায় টিভির পর্দায় বহুজনের চক্ষু থাকতো লেগে,
ব্যস্ত জীবনের মাঝে সময় ক'রে দর্শক লক্ষ্য রাখত ঘন ঘন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে।
যখনই দৃশ্যমান হোত কোনো মুহূর্তে দক্ষতার মহাবিস্ময় দূরদর্শনের পর্দায়,
বিজেতা হিরো হোয়ে যেতো, মানুষ চাইতো জানতে কৃতীর ব্যাপক পরিচয়।

চেনা অচেনা কোনো দক্ষের যে কোন মহাবিজয়
লক্ষ লক্ষ মানুষের জুড়াতো হৃদয়।
এক একটি মুহূর্তের একক অমূল্য গৌরব
পরাণে জাগাতো সবাকার এক রোমাঞ্চকরী সৌরভ।

সর্বত্র কুশলতার প্রশংসা, দর্শক লাখে লাখে করতো জয়ধ্বনী, আবেগে সরবে
দেশ, জাতি বা কান্তির খেয়াল থাকতো না তখন, জয়ধ্বনি কেবল বিজয়ীর গর্বে।
আপ্লুত আবেশে, অনাবৃত উচ্ছ্বাসের যতো কৌতূহল
এই উৎকৃষ্ট স্ফূর্ত্তি ও তৃপ্তির স্বাদ অকৃত্রিম, 'ক্লাসিকাল'!

এখানে রাজনীতির রং নেই-কৃতিত্বের স্বীকৃতি কেবল,
এ চাঁদের হাটে কলঙ্কের চর্চা নীরব-বিজয়ের গৌরব ই প্রবল
দুর্বৃত্তির ছদ্দবেশ কিম্বা দুর্নীতির অবকাশ নেই
আছে কেবল একক মানদন্ড-প্রকৃষ্ট বিশিষ্ট নিপুণতাই।

দিল্লীর দিগন্তে আবার এমনই হোক-মিলনের জয়ধ্বণি উঠুক দিকে দিকে
মানুষ আবার আসুক এই রাজধানীতে নানান দেশের নানান প্রান্ত থেকে,
মহাসংস্কৃতির এই মিলন মেলায় যথার্থ কৃতীর ই হোক মহাবিজয়
নিপুণতার সীমানা ঘিরেই মানুষের মহামিলনের বারংবার হোক জয়।